শিশু রাসেল
তোফায়েল আহমেদ
ইন্সট্রাক্টর(নন-টেক), গণিত ও রেজিস্টার
(অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব)

শিশু রাসেলের প্রশ্ন
হাসু আপার বাবা কী অন্য
ডাকা যাবে কী বাবা তার জন্য?
শুনে প্রশ্ন হাসু আপা বিব্রত অনন্য।
পিতৃ স্নেহের ঘাটতি
শেখ রাসেলের এ যাবৎ প্রাপ্তি,
তাই হাসু আপার কুঞ্জিত কপালের ব্যাপ্তি-
হৃদয়ের হাহাকার, বাহুডোরে ভাইটিকে ধরে ঘাপটি
ললাটের কোনায় আদর চুমু দিলেন কতটি।
চোখের কোনায় অশ্রু লকানোর তাড়নায়
ওঠে গেলেন হাসু আপা বারান্দায়।
দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের পানে তাকিয়ে
তখনও রাসেলের প্রশ্ন মনে ঘোরপাক পাকিয়ে
এ শিশুকে কী ভাবে বোঝাব আমরা।
ক্ষমা করে দিয়ো হে রাসেল।
ক্ষমা করে দিয়ো হে শিশু রাসেল।

শৈশবে ঝড়ে পড়া
বিপ্লব দেব(আর্কিটেকচার) ৪র্থ পর্ব
১৮ ই অক্টোবর জন্ম তার
১৫ ই আগস্ট মৃত্যু
প্রজাপতির মতো মিষ্টি মুখ
রঙিন স্বপ্নের ভাসতো সুখ।
বুকে নিয়ে দুঃখ হাজার
বেচে থাকতে হয়েছিল শেখ হাসিনার
শিশুরাও ফোঠা ফুল, নিষ্পাপ হয়।
সেই ছেলেটার জন্মদিনেও শোকে মানুষ কাঁদে
শেখ রাসেলের জন্যে মনে, ব্যাথার সুর বাজে।
মিনতি করেও সে শিশু বাঁচল না তো আর,
অবশেষে চলে গেল বহুদূর পরপার।

স্যালুট
মলয় চৌধুরী
হিসাব রক্ষক,

যে মশাল জ্বেলেছ তুমি
জওয়ানের হৃদয়ে হৃদয়ে।
তা নিভবে না কখনো
তোমার আকস্মাৎ বিদায়ে।
তিরঙ্গায় ঢাকা কফিন
এক নক্ষত্র নিয়ে যায় বয়ে।
পাঁজর ভাঙ্গার যন্ত্রণা
দেশকে নিতে হয় সয়ে।
শত্রুর বহু শত্রুতায়
তুমি করেছিলে লুট
শেখ রাসেল তোমার জন্য রইল আজ
দেশবাসীর সশ্রদ্ব স্যালুট।

শেখ রাসেলের জন্মদিন
ফাওজিয়া মাহজাবিন যূথী

সকল শিশুর খুশির দিন
শেখ রাসেলের জন্মদিন
কবুতরগুলো আকাশে উড়ে
রাসেলের মুখ চেয়ে,
সারাটা দিন কাটত তার পাখিদের খাইয়ে।
পঁচাত্তরের কালরাতে
মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি,
আমরা সবাই দোয়া করি
ভালো থেকো তুমি।

শেখ রাসেল দিবস-২০২৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র

আয়োজনে- হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

গোপায়া, হবিগঞ্জ

জীবনচরিত : শেখ রাসেল

প্রকৌশলী মোঃ আলাউদ্দিন,
অধ্যক্ষ, হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি,সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নাম্বার রোডের বাড়িতে জন্মগ্রহন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন নোবেল বিজয়ী প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করেন শেখ রাসেল ।

শৈশব থেকেই দুরন্ত প্রাণবন্ত রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার আদরের। কিন্তু মাত্র দেড় বছর বয়স থেকেই প্রিয় পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাতের একমাত্র স্থান হয়ে ওঠে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। তবে সাত বছর বয়সে ১৯৭১ সালে তিনি নিজেই বন্দী হয়ে যান।

শেখ রাসেলের ভুবন ছিল তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালকে ঘিরে।

শেখ রাসেল ছোটবেলা থেকেই ছিল খুব সাহসী, সাবধানী, প্রখর মেধাবী ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। স্বাধীনতার পরে প্রথমবারের মত পরিবারের সবাইকে নিয়ে প্রাণোচ্ছল সময় কাটানোর সুযোগ আসে শেখ রাসেলের জীবনে। সুযোগ পেলেই বাবার আশেপাশে থাকতো। কখনো কখনো বিদেশ ভ্রমণের সময়ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফরসঙ্গী হতো রাসেল। ছোট্ট রাসেলের উচ্চ শির ও আত্মবিশ্বাসী চাহনীতে মুগ্ধ হতো বিশ্ব নেতারা।

১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনের সময় রাসেলের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সাত বছর। বাঙালি জাতির ভাগ্য নির্ধারণী এ দুটি মাইল ফলক দাগ কেটেছিল শেখ রাসেলের শিশুমনে। তাই বড় হয়ে সেনা কর্মকর্তা হতে চেয়েছিল সে। টুঙ্গীপাড়া ঘুরতে গেলে গ্রামের শিশুদের নিয়ে প্যারেড করতো, ডামি বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে দেশী-বিদেশী চক্রান্তে পরিবারের সদস্যদের সাথে শেখ

শিশু রাসেল- "নির্মলতার প্রতীক, দূরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক"

মোহাম্মদ সেলিম
চীফ ইন্সট্রাকটর ও বিভাগীয় প্রধান কম্পিউটার (১ম শিফট)

বঙ্গবন্ধুর আদরের ছোট্র রাসেল। আজ শেখ রাসেল এর শুভ জন্মদিন। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ীতে মায়ের কোল আলো করে জন্ম নেন শেখ রাসেল। তাঁর জন্মদিনকে 'শেখ রাসেল দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল এঁর ৫৮ তম জন্মবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দূরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক"। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট মাত্র ১১ বছর বয়সে কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্যদের হাতে শিশু রাসেল নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হন। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর কর্মের দ্বারা বাঙালি জাতির ইতিহাসে উজ্জ্বল অবদান রাখতেন। কারণ তাঁর শিশু বয়সেই তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছিলেন।

রাসেলের মধ্যে খুব ছোট বেলাতেই দেখা গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মতোই মানবিক বোধ। সব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর ভালোবাসা, সবার কাছে যেতেন, সবার সাথে মিশতেন, বাড়ির কাজের লোকসহ সবাইকে খুব সম্মান করতেন। পড়াশোনা, খেলাধুলা আর দুরন্তপনায় ভরপুর শৈশবের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি শিশু রাসেল। শিশু রাসেলের এসব মানবিক গুণাবলী এবং ছোট্ট সময়ের জীবনের ব্যক্তিত্ব আজকের শিশু কিশোরদের মাঝে ছড়িলে দিতে হবে। যাতে করে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। আমি 'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' উপলক্ষে গৃহিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সঙ্গে আরেক বোন শেখ রেহানা আপাও গিয়েছিলেন। বড় আপা রাসেলকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন;জন্ডিস হয়েছিল বলে তার যাওয়া হয়নি। তাহলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের শিকার হতেন না তিনি।

পৃথিবীতে যুগেযুগে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড হয়েছে কিন্তু এমন নির্মম,নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক হত্যাকান্ড কোথাও ঘটেনি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাসেলকে নিয়ে পালানোর সময় রাসেলের দায়িত্বে থাকা দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত কর্মচারীসহ রাসেলকে আটক করা হয়। মা-বাবা,দুইভাই,দুইভাবী ও চাচা;সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে খুনিরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শেখ রাসেল স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর ঔরশজাত সন্তান;এটাই হয়তো ছিল তার একমাত্র অপরাধ। বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হতো ৫৮ বৎসর।

শিশু রাসেলকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঘাতকরা মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্যতম অপরাধ করেছে। এ ধরণের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ শুধু রাসেলের জীবনকেই কেড়ে নেয়নি ,সে সাথে ধ্বংস করেছে তাঁর সকল অবিকশিত সম্ভাবনাকে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা তাকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলো। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়,তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শহীদ শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর,তরুণ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে এক ভালোবাসার নাম। অবহেলিত,পশ্চাৎপদ ও অধিকারবঞ্চিত শিশুদের আলোকিত জীবন গড়ার প্রতীক হয়ে গ্রাম-গঞ্জ-শহর তথা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ-লোকালয়ে শেখ রাসেল এক মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছে। মানবিক চেতনাসম্পন্ন সকল মানুষ শেখ রাসেলের মর্মান্তিক বিয়োগ বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে বাংলার প্রতিটি শিশু-কিশোর তরুণের মুখে হাসি ফোটাতে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেখ রাসেলের জন্মদিনে হারিয়ে যাওয়া এই শিশুটির নিষ্পাপ আদর্শ হবে আমাদের অনুপ্রেরণা। যতদিন বাংলাদেশ জেগে থাকবে, আমাদের স্মৃতিতে জেগে থাকবেন চিরশিশু,চির আদুরে,নিষ্পাপ শেখ রাসেল। আমরা তাকে ভুলব না। শেখ রাসেলের জন্মদিনে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে তাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

(তথ্য সূত্র : ইন্টারনেট)

রাসেলকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তখন শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

শেখ রাসেলের স্মরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে, "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" নামে নামকরণ করা হয়েছে; যা দেশব্যাপী আইসিটি শিক্ষার প্রসারে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আইসিটি জ্ঞান সম্প্রসারণ ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি শেখ রাসেলের অমর স্মৃতি লাখো লাখো শিক্ষার্থী, শিশু-কিশোর ও আপামর জনসাধারণের মাঝে জাগ্রত করতে অপরিসীম অবদান রাখছে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' ও 'স্কুল অব ফিউচার'।

তবে অকাল মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি শেখ রাসেল। আবহমান বাংলার চিরায়ত শিশুর প্রতিকৃতি হিসাবে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছে সে, বেঁচে থাকবে অনন্তকাল ধরে। রাসেলের অনুকরণীয় শৈশব প্রতিদিন স্বপ্ন ছড়িয়ে যাবে বাংলার প্রতিটি শিশুর মনে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাসেলসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী।

শেখ রাসেল (১৯৬৪-১৯৭৫): অঙ্কুরেই ঝরে যাওয়া একটি গোলাপ, একটি স্বপ্ন!

মেহের উল করিম, চীফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান কম্পিউটার, (২য় শিফট)
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ,বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অঞ্চলের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আলোকিত করে হেমন্তের মৃদু শিশিরস্নাত রাত দেড়টায় জন্ম হয় এই ছোট্ট শিশুর। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে রাসেল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ভাই-বোনের মধ্যে অন্যরা হলেন: বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা,১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংঘঠক শেখ কামাল, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ শেখ রেহানা।

শৈশব থেকেই দুরন্ত প্রানবন্ত রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার অতি আদরের। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক খ্যাতিমান ব্রিটিশ দার্শনিক,বিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পরিবারের নতুন সদস্যের নাম রাখেন 'রাসেল'।

বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন পারমানবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের বিশ্বনেতাও। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্যে বার্ট্রান্ড রাসেল গঠন করেছিলেন 'কমিটি অব হান্ড্রেড' । এই পৃথিবীটাকে সুন্দর ও শান্তিময় করার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

শেখ রাসেলের জন্মের দু'বছর আগে ১৯৬২ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেফের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ ও কুটনৈতিক যুদ্ধ চলছিল। এক পর্যায়ে এই স্নায়ু ও কুটনৈতিক যুদ্ধটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিচ্ছিল। তখন বিশ্বমানবতার প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। মানবসভ্যতা-বিধ্বংসী সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধটি থামাতে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদমুখর। বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছিল বার্ট্রান্ড রাসেলের যুক্তির পক্ষে। কেনেডি- ক্রুশ্চেফ এক পর্যায়ে যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও ছিলেন বিশ্বমানবতার উজ্জ্বল দ্যুতি,নিপীড়িত মানুষের বন্ধু, বাঙালী জাতির জনক ,মুক্তিকামী মানুষের মহান নেতা এবং গনতন্ত্র,স্বাধীনতা ও শান্তি আন্দোলনের পুরোধা । তাই মহান বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে বঙ্গবন্ধু তাঁর সবজাতক সন্তানের নাম রাখেন 'রাসেল' । এই নামটিকে ঘিরে নিশ্চয়ই তাঁর মহৎ কোন স্বপ্ন বা আকাঙ্খা ছিল।

১৯৬৪ সালটা ছিলো লড়াই আর যুদ্ধের উত্তেজনায় মুখর। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে চলেছিল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডামাডোল। একদিকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান,অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধীদলের প্রার্থী কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ'র বোন ফাতেমা জিন্নাহ। অনিশ্চয়তা আর অন্ধকারের মাঝেও এ অঞ্চলের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। যিনি এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে বাঙালি জাতিকে এনে দেবেন মুক্তির স্বাদ তাঁর ঘর আলোকিত করে জন্ম নিলেন ছোট্ট শিশু রাসেল। বঙ্গবন্ধু সেদিন ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণের জন্য চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন।

পরিবারের সবার আদর কেড়ে হৈ-হুল্লোর করে শিশু রাসেল মাতিয়ে রাখতেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর পুরো বাড়ি। ঐতিহাসিক এই বাড়িতে দিনভর রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা,সভায় মুখরিত থাকতো। সেখানেও সবার স্নেহ কাড়তেন ফুলের মতো স্নিগ্ধ শিশু রাসেল। ছোট্ট একটি বাইসাইকেল নিয়ে ছুটে বেড়াতেন বাড়ির আঙিনায়। আর ৩২ নম্বরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্নেহময়ী মা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন দুষ্ট ছেলেটির সাইকেল পরিক্রমায়। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ছাড়াই সাইকেলে করে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মতো স্কুলে যেতেন স্কুলের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরে। মাত্র এগারো বছর বয়সী ছেলেটির ছিলনা কোন অহংকার। ঠিক বাবার মতোই সবার সাথে মেশার, সবাইকে ভালোবাসার ও সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা ছিল ছোট্ট রাসেলের।

শেখ রাসেলের হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল। তিনি পশুপাখি ও জীবজন্তুকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজ হাতে বাসায় পোষা কবুতর ও কুকুরকে এবং ধানমন্ডি লেকের মাছগুলোকে খাওয়াতেন। চোখের সামনে পোষা কবুতর জবাই করা তিনি সহ্য করতে পারতেন না,বাসায় রান্না করলে সে মাংসও তিনি খেতেন না।

শেখ রাসেল ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী। বোনেরা বাবার লাইব্রেরির বই পড়ে শোনাতেন রাসেলকে। পরবর্তীতে সেই বইয়ের লেখা আবার পড়ে শোনাতে গিয়ে কোন লাইন বাদ পড়লে ,রাসেল বাদ পড়া লাইন ঠিক বলে দিতে পাড়তেন। বাবা জানতেন,তাঁর এই ছোট্ট ছেলেটিও একদিন আপন প্রতিভায় দীপ্ত হয়ে উঠবে। আর্মি অফিসার হওয়ার স্বপ্ন ছিল শেখ রাসেলের । খেলাচ্ছলে তিনি আর্মি অফিসার হতেন। টুঙ্গিপাড়ায় গেলে খেলার সাথীদের নিয়ে খেলনা বন্দুক বানিয়ে তাদেরকে আর্মিদের মতো প্যারেড করাতেন। বেঁচে থাকলে হয়তো তিনি আর্মি অফিসার হতেন অথবা বিজ্ঞানী অথবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কান্ডারি হতেন

কিংবা হতে পারতেন বার্ট্রান্ড রাসেলের মতোই স্বমহিমায় উজ্জ্বল বিশ্ব মানবতার প্রতীক। বেঁচে থাকলে হয়তো তিনি সামিল হতেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে। ভিশন ২০২১,২০৩০,২০৪১,ডেল্টা প্ল্যান ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা,পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ও কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এখন যেমন দেশের কল্যানে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনিও বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে নিজেকে দেশের জন্য নিয়োজিত রাখতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মানবতার ঘৃণ্য শত্রু খুনি ঘাতকচক্রের নির্মম বুলেটের গুলিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে নরপিশাচরা গোটা পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিলো, রক্ষা পায়নি বঙ্গবন্ধুর ১১বৎসর বয়সের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলও। ১৯৭৫ সালের আগস্টের কিছু আগে বড় বোন (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা) তাঁর স্বামীর সাথে জার্মানীতে